দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16/1/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 1 ...

001

নবম শ্রেণীর পাঠ্যবই সংকট

(স্টাফ রিপোর্টার)

নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ বছরও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময়মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই পুনঃ মুদ্রণের অভাবে বই নিয়ে চলছে কালোবাজারী। অন্যদিকে তাড়াহুড়ো করে নতুন বই মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়ায় বই ছাপায় ঘটেছে বিলম্ব।

গতকাল রাজধানীর বই পাড়ায় নবম শ্রেণীর ইংরেজী, বাংলা ও অংকের বই সংকট ছিল।

এবারে বাংলা গদ্য ও পদ্যের বই নোট বই ছাড়া বিক্রি হচ্ছে না। ইংরেজী বই বিক্রি হয় প্রায়

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পাঠ্যবই সংকট

(প্রথম পৃঃ পর)

দ্বিগুণ দামে। এক শ্রেণীর বই ব্যবসায়ী ১৪ টাকা দামের বাংলা গদ্য এবং ... টাকা পঁচ পয়সা দামের পদ্য বইয়ের সাথে ৭০ টাকা ও ৪০ টাকা দামের নোট বই জুড়ে দিয়ে ৮৪ টাকা ও ৪৮ টাকা দামে বিক্রি করছে। গতকালও বাংলা-বাজারের কোন কোন বইয়ের দোকানে নোটসহ বাংলা বই চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। তবে ইংরেজী কোন বই পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য সারা দেশে তিন লক্ষ নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য গতবছর প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক বাংলা ও ইংরেজী বই ছাপা হলেও বছরের শেষ দিকে এই শ্রেণীর বিভিন্ন বইয়ের অপ্রতুলতার কথা জানা যায়। ফলে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড নতুন করে প্রকাশকদের মধ্যে নবম শ্রেণীর সমস্ত বই পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুনঃমুদ্রণের জন্য বন্টন করে দেন। কিন্তু ডিসেম্বরে সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারপত্র ছাপার কাজে প্রেসগুলো ব্যস্ত থাকায় প্রকাশকদের সময়মত বই পুনঃমুদ্রণে বিলম্ব হয়। এছাড়াও উপর্যুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে প্রেসের কাজ জোরেশোরে চলতে পারেনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এসব বই ছাপার কাজ শেষ হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।